ইহদা ওয়া সালাসুনা ফায়িদাহ ফি তাদাব্বুরি ওয়া তিলাওয়াতিল কুরআন

এর অনুবাদ

ঝিকিরে-ফিকিরে কুরআন

শাইখ সালিহ আল মুনাজ্জিদ

আবদুল্লাহ আল মাসউদ

অনূদিত

মাকতাবাতুল আসলাফ

ভেতরের পাতায়

অনুবাদকের কথা ৭

অর্পণ..... ৯

প্রারম্ভিকা ১০

কুরআনের পরিচয় ১১

কুরআন অনুসরণের ফায়দা ১৩

কুরআন শিক্ষাকারীর মর্যাদা ১৪

কুরআনের সাথে সময় অতিবাহিতকারীর মর্যাদা ও ফযিলত .. ১৫

কুরআনের মাধ্যমে সম্মানিত ও অসম্মানিত করা হয় ১৬

কুরআনকে পরিহার করার কয়েকটি ধরন ১৭

কুরআন থেকে বিমুখ লোকদের অন্তর্ভুক্ত না-হওয়ার উপায়.. ১৮

কুরআনের তিলাওয়াত একটি লাভজনক ব্যবসা ১৯

কুরআন তিলাওয়াতের ফযিলত..... ২০

কুরআন কিয়ামতের দিন সুপারিশ করবে..... ২১

তিলাওয়াতে দক্ষ ব্যক্তি অনুগত ও মর্যাদাবান ফেরেশতাদের সাথে থাকবে..... ২৩

কুরআন মুখস্থকারীর জান্নাতে মর্যাদা বৃদ্ধি করা হবে ২৩

কুরআন তিলাওয়াত করা ও কুরআন শেখা দুনিয়ার ধনভাণ্ডার থেকে উত্তম ২৪
কুরআন তিলাওয়াতকারীর ভেতর-বাহির সুন্দর হয় ২৫
সবচেয়ে বড় নিয়ামত ২৬
কুরআন তিলাওয়াতকারী পরকালের আজাব থেকে রক্ষা পাবে ২৮
কুরআন তিলাওয়াতের কিছু আদবকেতা ২৯
তাদাব্বুরে কুরআনের উদ্দেশ্য ৩১
কুরআন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার পদ্ধতি ৩১
তাদাব্বুর বিষয়ে কুরআনের ভাষ্য ৩২
তাদাব্বুর পরিহারকারীদের প্রতি নিন্দা ৩৪
কুরআনের প্রতি কল্যাণকামনা ৩৫
তাদাব্বুরসহ অল্প পরিমাণে তিলাওয়াত করা তাদাব্বুরহীন বেশি তিলাওয়াতের চেয়ে উত্তম ৩৭
তাদাব্বুরের ফায়দা ৩৮
তাদাব্বুরের ক্ষেত্রে সহায়ক বিষয়াদি ৪০
তাদাব্বুরে কুরআনের পথে বাধাদানকারী বিষয়াদি ৪৪

কুরআনের পরিচয়

কুরআন আল্লাহর কালাম; তাঁর প্রত্যাদেশ। সৃষ্টি জীবের কাছে পাঠানো এক জীবন্ত বার্তা এবং আঁকড়ে ধরার মতো মজবুত রজ্জু। কুরআন মানুষের জন্য হিদায়াত, রহমত এবং আলোকবর্তিকা স্বরূপ। এটি সত্য-মিথ্যার মধ্যকার পার্থক্যকারী এবং উত্তম উপদেশ ও প্রজ্ঞাপূর্ণ নসিহত-সম্বলিত একটি মহাগ্রন্থ।

কুরআনের পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বেশ কয়েকটি আয়াত নাযিল করেছেন; তা হলো—

প্রথম আয়াত :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِى ٱلصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

> *"হে মানুষ, তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে এসেছে উপদেশ এবং অন্তরসমূহে যা থাকে, তার আরোগ্য। আর মুমিনদের জন্য এটি হিদায়াত ও রহমত।"* [১]

দ্বিতীয় আয়াত :

هَٰذَا بَصَٰٓئِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ

[১] সুরা ইউনুস : ৫৭

> *"এ-কুরআন মানবজাতির জন্য আলোকবর্তিকা এবং নিশ্চিত বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য হিদায়াত ও রহমত।"* [২]

তৃতীয় আয়াত :

يَٰٓأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُم بُرْهَٰنٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا

> *"হে মানুষ, তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট প্রমাণ এসেছে এবং আমি তোমাদের নিকট স্পষ্ট আলো নাযিল করেছি।"* [৩]

চতুর্থ আয়াত :

تَبَارَكَ الَّذِى نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِۦ لِيَكُونَ لِلْعَٰلَمِينَ نَذِيرًا

> *"তিনি বরকতময় সত্তা, যিনি তাঁর বান্দার উপর ফুরকান নাযিল করেছেন, যেন সে জগতবাসীর জন্য সতর্ককারী হতে পারে।"* [৪]

পঞ্চম আয়াত :

ذَٰلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْءَايَٰتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ

> *"এটি আমি তোমার উপর তিলাওয়াত করছি—আয়াতসমূহ*

[২] সুরা জাসিয়া : ২০
[৩] সুরা নিসা : ১৭৪
[৪] সুরা ফুরকান : ০১

> *ও প্রজ্ঞাপূর্ণ উপদেশ থেকে।"* [৫]

কুরআন অনুসরণের ফায়দা

কুরআনুল কারীমের বিস্ময় কখনো শেষ হবার নয়। উলামায়ে কিরাম কখনো কুরআন নিয়ে গবেষণা করে পরিতৃপ্ত হন না। যে-ব্যক্তি এই কুরআন তিলাওয়াত করে, আল্লাহ তায়ালা তাকে পূর্ববতী এবং পরবর্তীদের ইলম দান করেন। কুরআনের দলিল দিয়ে যে কথা বলে, সে সত্যবাদী হিসেবে পরিগণিত হয়। আর যে কুরআনের উপর আমল করে, তাকে নেকি প্রদান করা হয়। কুরআনের মাধ্যমে যে বিচারকার্য পরিচালনা করে, সে ন্যায়পরায়ণ হয়। যে মনোযোগসহকারে কুরআন শ্রবণ করে, সে উপকৃত হয়। কুরআনের প্রতি যে আহ্বান করে, সে সঠিক পথ প্রদর্শিত হয়। যে কুরআনের অনুসরণ করে, সে কখনো পথভ্রষ্ট এবং দুর্ভাগা হয় না।

আল্লাহ তায়ালা বলেন—

فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّى هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَاىَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ

> *"...অতঃপর যখন তোমাদের কাছে আমার পক্ষ থেকে হিদায়াত আসবে, তখন যে আমার হিদায়াতের অনুসরণ করবে, সে বিপথগামী হবে না এবং দুর্ভাগাও হবে না।"* [৬]

[৫] সুরা আলে-ইমরান : ৫৮

[৬] সূরা-ত্বহা : ১২৩

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বিশিষ্ট তাফসিরকারক সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা. বলেছেন, 'সে ব্যক্তি দুনিয়াতে পথভ্রষ্ট হবে না এবং আখিরাতেও দুর্ভাগা হবে না।'

কুরআন শিক্ষাকারীর মর্যাদা

পবিত্র কুরআনুল কারীমের তিলাওয়াত, পঠন-পাঠন, কুরআন নিজে মুখস্থ করা এবং অন্যকে মুখস্থ করানো, কুরআন অধ্যয়ন করা—এই সব কিছু হলো সময় কাটানোর সর্বোৎকৃষ্ট মাধ্যম; এগুলোর জন্য অর্থ ব্যয় করা হলো সবচেয়ে উত্তম খাত। যারা সর্বদা কুরআনের সাথে সময় অতিবাহিত করে, তারা মাথায়-থাকা মুকুটের ন্যায় এবং দুনিয়াতে-আলো-ছড়ানো সূর্যের অনুরূপ।

যারা কুরআন শেখে এবং শেখানোতে নিজেদেরকে নিয়োজিত রাখে, তারা হলো সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ। কুরআন মুখস্থ-করা ও তা অধ্যয়ন-করা, কুরআন বোঝায় নিমগ্ন-থাকা এবং কুরআন নিয়ে ভাবনা-চিন্তায় ব্যস্ত-থাকা ব্যক্তিরাই হচ্ছেন আল্লাহর পরিবারভুক্ত এবং তাঁর বিশেষ আপনজন।

উসমান রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

> *"তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সেই ব্যক্তি, যে কুরআন নিজে*